জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯

(২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মে ২০২৩

মুখবন্ধ

অসংখ্য পুকুর, দিঘি, খাল, বিল, নদ-নদী, হাওর-বাওড় বৈচিত্র্যময় জলাশয়সহ বিস্তীর্ণ সাগর নিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। বিশাল এ জলজসম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য সেক্টরের অধিকতর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ সেক্টরে নিয়োজিত মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য সেক্টরে এ সকল অংশীজনের অনন্য অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন।

মৎস্য সেক্টরে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৪ সাল হতে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য পুরস্কার-কে আরও অর্থবহ করার নিমিত্ত ২০১০ সালে 'মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে পুরস্কার প্রদানের পুরস্কার নীতি ও পদ্ধতি' প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে এ নীতি প্রথম সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি (সংশোধিত ২০১৩)' প্রণয়ন, পরবর্তীতে ২০১৯ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে 'জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি (সংশোধিত ২০১৯)' প্রণয়ন এবং সর্বশেষ ২০২১ সালে সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯ (২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)' প্রণয়ন করা হয়। পদকের সংখ্যা, পদকের শ্রেণিবিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা, মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা প্রভৃতি হালনাগাদের নিমিত্ত এ নীতিমালার অধিকতর সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে প্রেক্ষিতে, বিদ্যমান অন্যান্য জাতীয় পদক নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯ (২০২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)' হালনাগাদ করার নিমিত্ত সংশোধনপূর্বক পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

জাতীয় মৎস্য পদক প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হবে এবং এর ফলে মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	১
সংজ্ঞার্থ	১
উদ্দেশ্য	১
পদক প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ	২
পদক সংখ্যা	২
পদকের শ্রেণিবিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা	২
পদক প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদন্ড	৩
পদকের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা	৯
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে উপজেলা কমিটি	১০
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে জেলা কমিটি	১০
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে জেলা কমিটি (পার্বত্য জেলা)	১১
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে কারিগরি/বাছাই কমিটি	১১
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে জাতীয় কমিটি	১২
পদকের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা	১৩
উপজেলা/জেলা/কারিগরি/বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা	১৩
জাতীয় মৎস্য পদকের প্রকৃতি ও নকশার বিবরণ	১৩
মনোনয়ন ফর্ম প্রাপ্তি স্থান	১৪
বিবিধ	১৪
জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম (পরিশিষ্ট-ক)	১৫-৩০

জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯

(২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)

সুস্থ সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে মৎস্যখাতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাছ বাংলাদেশে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস ও রপ্তানিপণ্য। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলসহ বৈচিত্র্যময় জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশে ক্রমান্বয়ে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি আরও বিস্তৃত ও বহুমুখী এবং কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য সেক্টরের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন মৎস্যচাষি, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ব্যক্তি বিশেষের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। দেশে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা, রপ্তানিপণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সৃজনশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনা মূল্যায়নের বিধান রেখে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনপূর্বক হালনাগাদ করে জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯ (২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) প্রণীত হলো।

১. শিরোনাম

১. এ নীতিমালা 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯ (২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)' নামে অভিহিত হবে;এবং

২. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞার্থ

১. 'জাতীয় মৎস্য পদক' অর্থ এ নীতিমালার আওতায় অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদত্ত পদক;

২. 'অধিদপ্তর' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর; এবং

৩. 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩. উদ্দেশ্য

১. দেশের পুকুর-দিঘি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, উপকূলীয় জলাশয়সহ অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ে টেকসই ক্রমবর্ধমান মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ;

২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় অংশীজনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৩. মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উত্তম অনুশীলন ও খাদ্য নিরাপদতার (food safety) নিশ্চয়তা বিধান;

৪. গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগান;

ঌ

৫. সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield-MSY) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে অনুপ্রাণিতকরণ; এবং

৬. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে সৃজনশীলতা ও উত্তম সেবা প্রদানকে উৎসাহিতকরণ।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

'জাতীয় মৎস্য পদক' উপলক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পদক প্রদানের জন্য চিহ্নিত ৯ (নয়) টি ক্ষেত্র নিম্নরূপ :

১. মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন;

২. মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন;

৩. মৎস্য উৎপাদন (মাছ/সিবাস/মিল্ক ফিশ/অপ্রচলিত মৎস্য/মেরিকালচার);

৪. গুণগতমানের চিংড়ির পি.এল. (গলদা/বাগদা)/কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন;

৫. চিংড়ি (গলদা/বাগদা)/কাঁকড়া উৎপাদন;

৬. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি এবং মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ;

৭. মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/গণমাধ্যম/ মৎস্যসংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান/প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা);

৮. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবদান; এবং

৯. প্রান্তিক চাষি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদান।

৫. পদকের সংখ্যা

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের জন্য ৯ (নয়) টি ক্ষেত্রে মোট ২৭ (সাতাশ) টি পদক প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, ৯ (নয়) টি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) টি স্বর্ণপদক, ৯ (নয়) টি রৌপ্যপদক ও ৯ (নয়) টি ব্রোঞ্জপদক প্রদান করা হবে।

৬. পদকের শ্রেণিবিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	পদকের নাম	পদক ও সনদপত্রের বিবরণ :
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় মৎস্য পদক	(ক) ১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের ১৫ (পনেরো) গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক (সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথস্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ এবং নগদ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা; (খ) ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম ওজনের একটি রৌপ্যপদক (সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথস্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ এবং নগদ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা। (গ) ৩৫ (পয়ত্রিশ) গ্রাম ওজনের একটি ব্রোঞ্জপদক (সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথস্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ এবং নগদ ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা।

৭. পদক প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদণ্ড

'জাতীয় মৎস্য পদক' প্রদানের বিষয়ে প্রার্থী বাছাই ও নির্বাচনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে :

ক্ষেত্র-১ : মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন

১. (ক) হ্যাচারির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন সনদ থাকতে হবে;
(খ) প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা এবং জলায়তন (হে.); এবং
(গ) ব্রুড মাছের সংখ্যা (টি), ব্রুড পুকুরের সংখ্যা (টি) ও জলায়তন (হে.);

২. প্রজনন কেন্দ্রের প্রতিবছরের সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি)। রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০০ কেজি ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবে। দেশীয় প্রজাতির মাছের রেনু উৎপাদন অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

৩. উৎপাদন বছরে প্রজনন কাজে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ;

৪. নির্ধারিত বছরে মোট প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন (কেজি) এবং রেজিস্টারে সামগ্রিক তথ্য সংরক্ষণ;

৫. নির্ধারিত বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় (পরিচালনা ব্যয়সহ)/মোট আয়/নিট লাভ। প্রতিকেজি রেণুর প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য (টাকা);

৬. প্রজনন কেন্দ্রের মোট সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবল, মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং মৎস্য বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত জনবল। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রজনন কেন্দ্রের অবদান (কর্ম দিবস/বৎসর), সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড;

৭. উৎপাদিত রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ। এক্ষেত্রে রেণুর মান যাচাইয়ের জন্য রেণু গ্রহণকারী নার্সারি মালিকের পোনার উচ্চফলন, বেঁচে থাকার হার সরেজমিনে পরিদশনপূর্বক মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন;

৮. হ্যাচারি/খামারে মজুতকৃত ব্রুডের উৎস : প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি হতে সংগৃহীত উন্নতমানের ব্রুডের পরিমাণ এবং ব্যবস্থাপনা তথ্যাদি। রেণু উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড, মৎস্য অধিদপ্তরের ব্রুড ব্যাংক এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ব্রুড ব্যবহারকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন;

৯. বিলুপ্তপ্রায় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোটো মাছের রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান পদকের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী প্রত্যয়নপত্র দেবেন এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে; এবং

১১. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-২ : মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন

১. মাছের পোনা উৎপাদন খামারের আয়তন, পুকুরের জলায়তন, পুকুরের সংখ্যা;

২. বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/সংখ্যা);

৩. গুণগতমানের রেণু ব্যবহার করতে হবে। রেণু সংগ্রহের উৎস :
(ক) প্রাকৃতিক—পরিমাণ (কেজি) এবং জলাশয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে; এবং

(খ) কৃত্রিম প্রজনন—পরিমাণ (কেজি) এবং হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

৪. দেশি/বিদেশি মাছের পোনা উৎপাদন (সংখ্যা) : বিলুপ্তপ্রায় এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদনে (শিং, কই, মাগুর, শোল, মেনি, পাবদা, গুলশা, চিতল, তারা বাইম ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পদকে ভূষিত করা যেতে পারে;

৫. প্রতি কেজি/প্রতি হাজার পোনার উৎপাদন মূল্য এবং গড় বিক্রয় মূল্য (প্রতি হাজার/প্রতি কেজি);

৬. প্রতি শতকে প্রতি ফসলে পোনা উৎপাদনের গড় সংখ্যা;

৭. সর্বমোট জনবল, খন্ডকালীন জনবল, সার্বক্ষণিক জনবলের সংখ্যা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর);

৮. রুইজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া) মাছের জন্য—

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদূর্ধ্ব;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার ১০-১৫ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৯. তেলাপিয়া মাছের জন্য—

ক. খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদূর্ধ্ব;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ১০ (দশ)লক্ষ পোনা/হেক্টর (৪০৪৮টি/শতক); এবং

গ. পোনার আকার ৩ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১০. কই মাছের জন্য—

ক. খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদূর্ধ্ব;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর (২৮৩৪টি/শতক); এবং

গ. পোনার আকার ২ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১১. শিং-মাগুর মাছের জন্য—

ক. খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদূর্ধ্ব;

খ. বার্ষিক উৎপাদন : শিং—১৫ লক্ষ পোনা/হেক্টর (৬০৭২টি/শতক);
মাগুর—৭ লক্ষ পোনা/হেক্টর (২৮৩৪টি/শতক); এবং

গ. পোনার আকার ২.৫ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

১২. পাবদা মাছের জন্য—

ক. খামারের আয়তন ০.৫ হেক্টর বা তদূর্ধ্ব;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ৭ লক্ষ পোনা/হেক্টর (২৮৩৪ টি/শতক); এবং

গ. পোনার আকার ৩.০ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৩. গুলশা ট্যাংরা/ট্যাংরা মাছের জন্য—

ক. খামারের আয়তন ০.৫ হেক্টর বা তদূর্ধ্ব;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ৮ লক্ষ পোনা/হেক্টর (৩২৩৮টি/শতক);

গ. পোনার আকার ২-২.৫ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৪. পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৫. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৩ : মৎস্য উৎপাদন (মাছ/সিবাস/মিল্ক ফিশ/অপ্রচলিত মৎস্য/মেরিকালচার)

১. খামারের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, পুকুরের জলায়তন;

২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎস;

৩. নির্ধারিত বৎসরের সর্বমোট উৎপাদন (মে. টন);

৪. (ক) পোনা সংগ্রহের উৎস; এবং

(খ) চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (নিবিড়/আধা নিবিড়);

৫. প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. খামারের সর্বমোট ব্যয়, সর্বমোট আয়, নিট লাভ;

৭. প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয়, সর্বমোট আয়, নিট লাভ;

৮. খামারের সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবল, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর);

৯. হেক্টর প্রতি নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে—

ক. রুইজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া) মাছের মিশ্রচাষে বার্ষিক উৎপাদন ৮.০ টন/হেক্টর;

খ. পাঙ্গাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ মে. টন/হেক্টর;

গ. তেলাপিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২০ মে. টন/হেক্টর;

ঘ. কই মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৮ মে. টন/হেক্টর;

ঙ. শিং-মাগুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৮ মে. টন/হেক্টর;

চ. গুলশা-পাবদা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৬ মে. টন/হেক্টর;

ছ. কার্প ও শিং-মাগুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ৯ মে.টন/হেক্টর;

জ. কার্প ও পাবদা-গুলশা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ৮.৫ মে.টন/হেক্টর;

ঝ. পাংগাস-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে ৫৫ মে.টন/হেক্টর;

ঞ. কার্প-তেলাপিয়া-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে ১০ মে.টন/হেক্টর;

ট. খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে ৩০ কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছ চাষ বিবেচনায় নেওয়া হবে;

ঠ. পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ২ মে.টন/হেক্টর;

ড. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ২.০০ মে.টন/হেক্টর;

ঢ. সিবাস, মিল্ক ফিশ, অপ্রচলিত মৎস্য, সিউইড/মেরিকালচারসহ অন্যান্য মৎস্য প্রজাতির ক্ষেত্রে কারিগরি/বাছাই কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

১০. মৌসুমি পুকুরে দেশি মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪.০ টন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১১. উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যের ব্র্যান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

১২. মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৩. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৪ : গুণগতমানের চিংড়ির পি.এল. (গলদা/বাগদা)/কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন

১. হ্যাচারির অবকাঠামোগত তথ্যাদি : প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, পুকুরের আয়তন ইত্যাদি;

২. উৎপাদন/মজুত ক্ষমতা :

ক. প্রতি চক্রে গলদা চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট চক্র সংখ্যা;

খ. বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে (Larva Rearing Tank-LRT)-তে লার্ভা মজুত ক্ষমতা : প্রতি ০১ কিউবিক মিটারে ন্যূনতম ১,০০,০০০ (একলক্ষ) লার্ভা মজুতকরণ। LRT-এর নূন্যতম আয়তন হবে—৩ টন; এবং

গ. প্রতি চক্রে কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট চক্র সংখ্যা;

৩. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ;

৪. নির্ধারিত বৎসরে মোট উৎপাদন, মোট বিক্রয়, মোট ব্যয়, মোট উৎপাদন ব্যয়, মোট আয়, নিট লাভ ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. প্রতি হাজার গলদা/বাগদা চিংড়ির পি.এল./কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদনের ব্যয় এবং গড় বিক্রয় মূল্য;

৬. (ক) প্রজনন কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক/খন্ডকালীন জনবল; এবং
(খ) কর্মসংস্থানে সৃষ্টিতে অবদান;

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে—

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) গলদা চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) গলদা চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

খ. প্রতি বৎসরে ৩০,০০,০০,০০০ (ত্রিশ কোটি) বাগদা চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে; এবং

গ. প্রতি বৎসরে ৪ লক্ষ কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৮. পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে পি.এল./কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন;

৯. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে;

১০. খামারে ব্যবহৃত প্রজননক্ষম চিংড়ির (বেরিড)/কাঁকড়ার উৎস। মোট প্রজননক্ষম চিংড়ি/কাঁকড়ার সংখ্যা ও ওজন।

১১. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে;

১২. খাদ্যের ব্র্যান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

১৩. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১-এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী প্রত্যয়নপত্র দেবেন এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে; এবং

১৪. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৫ : চিংড়ি (গলদা/বাগদা)/কাঁকড়া উৎপাদন

১. খামারের অবকাঠামোগত তথ্যাদি : আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, জলায়তন এবং অন্যান্য তথ্য;

২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ;

৩. বার্ষিক প্রকৃত উৎপাদন (মে. টন) : চিংড়ি ও মাছ (যদি থাকে)। মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪. প্রতি হেক্টরে প্রতি ফসলে উৎপাদন (মে. টন);

৫. খামারের মোট বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়, আয়, নিট লাভ;

৬. প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয়, মোট আয়, নিট লাভ;

৭. (ক) খামারের সার্বক্ষণিক, খন্ডকালীন জনবল; এবং

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসরে);

৮. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে—

(ক) গলদা চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন বছরে দুই ফসলে হেক্টর প্রতি ১৫০০ কেজি এবং আয়তন ০.৫ হেক্টর ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সাথি ফসলের উৎপাদন উল্লেখ করতে হবে;

(খ) বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে খামারের ন্যূনতম আয়তন ২ (দুই) হেক্টর বা তদূর্ধ্ব এবং বছরে হেক্টর প্রতি শুধু চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন ৩০০০ কেজি;

(গ) কাঁকড়ার ন্যূনতম উৎপাদন পেন কালচার—২.০ মে. টন/হে.; খাঁচায়- ১৫.০ মে.টন/হে.

৯. পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। গ্রোথ হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারকারী চাষিকে পরিহার করতে হবে;

১০. চিংড়ি পি.এল.-এর উৎস;

১১. খাদ্যের ব্র্যান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

১২. খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে পরিশোধন বা অন্য উপায়ে পানিশোধন ব্যবস্থাপনা। পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন;

১৩. প্রার্থী বাছাইকালে মজুতকৃত পোনার পিসিআর (PCR) পরীক্ষার প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থাপন করতে হবে;

১৪. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

১৫. Traceability নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৬ : মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি এবং মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ

১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি এবং মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন);

২. বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ও উৎস;

(ক) নির্ধারিত বৎসরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন);

(খ) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ, ব্যয়, আয়, নিট লাভ;

৩. নির্ধারিত বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন);

৪. প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ, ব্যয়, আয়, নিট লাভ;

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান;

(ক) নির্ধারিত বৎসরে বার্ষিক রপ্তানি (মে. টন); এবং

(খ) নির্ধারিত বৎসরে রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার);

৬. (ক) প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক/খন্ডকালীন জনবল;

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর);

৭. সংশ্লিষ্ট বৎসরে ১ম দশটি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার রপ্তানির পরিমাণ পর্যালোচনা করা হবে;

৮. মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পদক প্রদানের মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক 'মানসম্মত পণ্য' সম্পর্কে সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র

দাখিল করতে হবে। মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো লটের প্রত্যাখানের জন্য অভিযোগ বা মামলা থাকলে বিবেচিত হবে না;

৯. (ক) হ্যাসাপ (Hazard Analysis and Critical Control Point-HACCP) পদ্ধতি অনুসরণকরে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করতে হবে;

(খ) ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলি মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে;এবং

(গ) উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

১০. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/নিয়মাবলি আবেদনকারী অবগত কি না তা মূল্যায়ন করতে হবে।

ক্ষেত্র-৭ : মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/গণমাধ্যম/মৎস্যসংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান/প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা)

ব্যবস্থাপনায় অবদানে বিবেচ্য বিষয়াদি—

১. সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম;

২. অর্জিত সাফল্যের বিবরণ;

৩. অর্জিত সাফল্য মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতের প্রভাব সম্পর্কে তার বিবরণ (তথ্য ও পরিসংখ্যানগত বিবরণসহ); এবং

৪. অর্জিত সাফল্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিবেচ্য বিষয়াদি—

১. স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

২. ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান;

৩. পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব;

৪. প্রযুক্তি সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;

৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রযুক্তির অবদান; এবং

৬. উচ্চ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার।

ক্ষেত্র-৮ : মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবদান

১. মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;

২. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইন বাস্তবায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান;

৩. মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান;

৪. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন;

৫. মৎস্যবিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;

৬. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সততা, সুনাম ও শৃঙ্খলা; এবং

৭. মৎস্যবিষয়ক ইনোভেশন, প্রচার ও প্রকাশনা।

ক্ষেত্র-৯ : প্রান্তিক চাষি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদান

১. মৎস্য উৎপাদনে অবদান;
২. মাছের রেণু, পোনা, চিংড়ি পি.এল., কাঁকড়া ক্রাবলেট উৎপাদনে অবদান; এবং
৩. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় অবদান।

৮. পদকের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা

১. বাংলাদেশের যেকোনো এলাকায় মৎস্যবিষয়ক কোনো নব প্রযুক্তি বা উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চাষি/সংস্থাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য পদক প্রদান করা হবে। বিষয়াবলি সর্বজনবিদিত এবং সাধারণ্যে অবগত থাকতে হবে। বিশেষ অবদান ব্যতীত পদকের জন্য বিবেচনায় আনা হবে না। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি যাঁরা মৎস্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন কিন্তু আবেদন দাখিল করেন না, এমন ক্ষেত্রে আবেদন ছাড়াও এসংক্রান্ত কারিগরি/জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করে পদক দেওয়া যেতে পারে;

২. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৩. মনোনয়নের সঙ্গে জনসেবার মানোন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

৪. মনোনয়নের স্বপক্ষে কার্যক্রমটি/প্রকল্পটি/কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

৫. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্ত হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর একই ক্ষেত্রে পদকের যোগ্য বিবেচিত হবেন না;

৬. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বৎসরে একের অধিক ক্ষেত্রে পদকপ্রাপ্ত হবেন না;

৭. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রপ্তানিকৃত পণ্যের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তিনি মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৮. হ্যাচারি রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত গুণগতমানের মাছের রেণু উৎপাদন, গলদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল. উৎপাদন, বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল. উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো আবেদন পদকের জন্য বিবেচিত হবে না;

৯. অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে পদকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহের মানদণ্ডের নির্ণায়ক নিরূপণ করা হবে;

১০. উপজেলা কমিটি প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদির যথার্থতা পরীক্ষা করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অনুমোদিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে পদকের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এ পদক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; এবং

১১. সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট-ক)।

৯. পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কমিটিসমূহ

উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি ও কারিগরি/বাছাই কমিটি পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন যাচাই বাছাই করবে। জাতীয় কমিটি কারিগরি কমিটির প্রস্তাবনা পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে।

(ক) উপজেলা কমিটি: সংশ্লিষ্ট উপজেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ উপজেলা কমিটি গঠিত হবে:

১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৩.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১০.	মৎস্য চাষি প্রতিনিধি *(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)*	সদস্য
১১.	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও *(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)*	সদস্য
১২.	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি :

১. প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/সংস্থার মৎস্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাছাই করবেন;

২. প্রাপ্ত আবেদনসমূহ উপজেলা কমিটির দুই জন সদস্য সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাপ্ত প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট দাখিল করবেন; এবং

৩. উপজেলা কমিটি যোগ্য প্রস্তাবনাসমূহ সুপারিশসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) জেলা কমিটি: সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ জেলা কমিটি গঠিত হবে।

১.	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সভাপতি
২.	উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩.	উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	সদস্য
৪.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপপরিচালক (পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)	সদস্য
৬.	উপপরিচালক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)	সদস্য
৭.	উপপরিচালক (যুব উন্নয়ন)	সদস্য
৮.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	মৎস্য চাষি প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১.	মৎস্য চাষ/সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(ঘ) জেলা কমিটির কার্যপরিধি :

১. উপজেলা কমিটির প্রেরিত প্রস্তাবনা যাচাই বাছাই করবেন;
২. কমিটি পদকের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে সুপারিশ করবেন; এবং
৩. জেলা কমিটি যোগ্য প্রস্তাবনা সুপারিশসহ কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঙ) জেলা কমিটি (পার্বত্য জেলা): সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ জেলা কমিটি গঠিত হবে:

১.	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ	সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	সদস্য
৪.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপপরিচালক (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)	সদস্য
৬.	উপপরিচালক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)	সদস্য
৭.	উপপরিচালক (যুব উন্নয়ন)	সদস্য
৮.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	মৎস্য চাষি প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১.	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(চ) জেলা কমিটির (পার্বত্য জেলা) কার্যপরিধি :

১. উপজেলা কমিটির প্রেরিত প্রস্তাবনা যাচাই বাছাই করবেন;
২. কমিটি পদকের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে সুপারিশ করবেন; এবং
৩. জেলা কমিটি যোগ্য প্রস্তাবনা সুপারিশসহ কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

(ছ) কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটি:

১.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সভাপতি
২.	সদস্য পরিচালক (মৎস্য) বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৫.	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (পরিচালক/সমমানের পর্যায়ের)	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, একুয়াকালচার, ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদ, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপসচিব	সদস্য
১৪.	প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	উপপরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

(জ) কারিগরি কমিটির কার্যপরিধি :

১. জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা ক্ষেত্র ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন;
২. সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবনা সরেজমিনে যাচাই বাছাই; এবং
৩. সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঝ) জাতীয় কমিটি

১.	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৮.	যুগ্ম সচিব (ব্লু ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
১১.	যুগ্ম সচিব/উপসচিব (মৎস্য-২)	সদস্য সচিব

(ঞ) জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি :

১. কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবনা পর্যালোচনা; এবং
২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত সংখ্যা অনুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদকের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্তকরণ।

(ট) উপরে যা-ই উল্লেখ থাকুক না কেন, মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/সমগ্র কর্মজীবনের অবদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম নিম্নোক্তগণ সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করতে পারবেন:

১. মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য;
২. মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩ টি পার্বত্য জেলার জন্য);
৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;
৪. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রধান (নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য)।

(ঠ) মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবদানের ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

১০. পদকের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা

পদক প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে :

১.	মনোনয়ন আহ্বান	- ৫ জানুয়ারির মধ্যে
২.	উপজেলা কমিটি কর্তৃক জেলা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	- ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে
৩.	জেলা কমিটি কর্তৃক কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	- ১৫ মার্চের মধ্যে
৪.	জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	- ১৫ মে-এর মধ্যে
৫.	জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	- ৩০ মে-এর মধ্যে

১১. উপজেলা/জেলা/কারিগরি/বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা

১. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে উপজেলা/জেলা/জাতীয় পর্যায়ে পদকপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য/প্রমাণাদি অসত্য প্রমাণিত হলে জাতীয় কমিটি যথাযথ অনুসন্ধানের পর পদক ও প্রশংসাপত্র প্রত্যাহার করাসহ উক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

২. কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটি প্রয়োজনে পদক প্রদানের নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন, সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের জন্য পরামর্শ প্রদান করতে পারবে;

৩. কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তথ্যাদি যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনে কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটি এ বিষয়ে কর্মকর্তা মনোনীত করে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের পর প্রার্থীদের প্রস্তাব জাতীয় কমিটিতে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. 'জাতীয় মৎস্য পদক' এর প্রকৃতি ও নকশার বিবরণ

পদকের সম্মুখভাগের উপর পদকের নাম, মধ্যাংশে জাতীয় প্রতীক এবং নিচে বাংলাদেশ লেখা থাকবে। পিছনের অংশের উপর প্রাপকের নাম ও ক্ষেত্র, মধ্যাংশে মৎস্য অধিদপ্তরের মনোগ্রাম, মধ্যাংশের বামে খ্রিষ্টাব্দ ও ডানে বঙ্গাব্দ এবং নিচের অংশে মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নাম লেখা থাকবে।

১৩. মনোনয়ন ফর্ম প্রাপ্তি স্থান

পদকের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় এবং মৎস্যবিষয়ক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা হবে। নিম্নোক্ত দপ্তরসমূহ হতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে :

১. উপপরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;

২. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়;

৩. মৎস্য বিষয়ক সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার সদর দপ্তর; এবং

৪. ওয়েবসাইট: (www.fisheries.gov.bd)।

১৪. বিবিধ

১. এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে এবং এরূপ সিদ্ধান্ত সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

২. এ নীতিমালার কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে তা সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করতে পারবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

১। পদকের ক্ষেত্রঃ মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন

১. ক) হ্যাচারি মালিক/প্রতিষ্ঠান/এনজিও/সমিতির নাম:
খ) হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:
গ) হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার সাল ও রেজিস্ট্রেশন নং:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি:

৮. মূল্যায়ন বর্ষ: যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১.	হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা		
২.	হ্যাচারি স্থাপনাঃ		
	ক) মূল হ্যাচারি বিল্ডিং এর আয়তন (হেক্টর)		
	খ) ওভারহেড ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা (লিটার)		
	গ) ব্রিডিং ট্যাংকের আয়তন (কিউবিক মিটার) ও সংখ্যা		
	ঘ) হ্যাচিং ট্যাংক		
	১) সার্কুলার ট্যাংকের আয়তন ও সংখ্যা		
	২) ফানেল/বোতলের আয়তন ও সংখ্যা		
	৩) সিসটার্নের আয়তন ও সংখ্যা		
	৪) অন্যান্য হ্যাচিং ব্যবস্থা (যদি থাকে)		
	৫) অক্সিজেন সিলিন্ডার এর আয়তন ও সংখ্যা		
৩.	ক) পানি ব্যবস্থাপনা		
	১) গভীর নলকূপ (হর্স পাওয়ার)		
	২) পাম্প সংখ্যা (কিউসেক)/বিদ্যুৎ/ডিজেল		
	খ) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম ১) এ্যারেশন সিস্টেম		
	২) ফিলট্রেশন সিস্টেম		
৪.	ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাঃ		
	ক) কেমিক্যাল ওয়িং ব্যালেন্স সংখ্যা ও প্রকার		
	খ) মাইক্রোস্কোপ সংখ্যা ও প্রকার		
	গ) রেফ্রিজারেটর সংখ্যা ও প্রকার		
	ঘ) টিস্যু হোমোজেনাইজার সংখ্যা ও প্রকার		
	ঙ) ডেসিকেটর সংখ্যা ও প্রকার		
	চ) হ্যাককিট সংখ্যা ও প্রকার		
	ছ) অন্যান্য (যন্ত্রপাতি/ক্যামিক্যাল) নাম ও সংখ্যা (যদি থাকে)		
৫.	ক) ব্রুডমাছের খামারের বিবরণঃ		
	খ) খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)		
	গ) ব্রুডমাছ প্রতিপালন পুকুরের সংখ্যা ও জলায়তন (হেঃ)		
	ঘ) পুরস্কার/পদক বর্ষে ব্রুডমাছ পালন (নিজস্ব) প্রজাতি (কেজি)		
	ঙ) পুরস্কার/পদক বর্ষে ব্রুড মাছ সংগ্রহ (বিভিন্ন উৎস হতে প্রজাতি (কেজি)		
	চ) প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড প্রতিপালন প্রজাতি (কেজি)		
	ছ) ব্রুড মাছ পরিচর্যা তথ্যাদি ১. মজুদ ট্যাংক ২. স্ত্রী ও পুরুষ মাছের অনুপাত		
৬.	রেণু উৎপাদনঃ (আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাবে)		
	ক) প্রজাতি ভিত্তিক		
	খ) মোট উৎপাদন (কেজি)		
	মোট বিপণন (কেজি)		
	মোট আয় (টাকা)		
	রেণু সরবরাহকৃত চাষীর তথ্য		
	১. সংখ্যা		
	২. অঞ্চল		
৭.	মোট বিনিয়োগ/মূলধন (লক্ষ টাকা):		
	১. নিজস্ব তহবিল (লক্ষ টাকা):		
	২. ব্যাংক ঋণ (লক্ষ টাকা):		
৮.	মূল্যায়ন বর্ষে মোট রেণু উৎপাদন:		
	১. মোট ব্যয়		
	২. গড় মূল্য/কেজি/টাকা		

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
৯.	মূল্যায়ন বর্ষে প্রজাতি ভিত্তিক রেণু:		
	১. উৎপাদন ব্যয়		
	২. গড় মূল্য (কেজি/টাকা)		
১০.	বিগত ৩ (তিন) বছরের রেণু উৎপাদনের তথ্যাদি		
	ক) প্রজাতি ভিত্তিক গড় উৎপাদন		
	খ) মোট গড় উৎপাদন (কেজি)		
	গ) মোট গড় বিপণন (কেজি)		
	ঘ) মোট গড় আয় (টাকা)		
১১.	লোকবল		
	ক) মৎস্য বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত		
	খ) মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত		
	গ) দক্ষ শ্রমিক		
	ঘ) অদক্ষ শ্রমিক		
১২.	সম্প্রসারণ কর্মকান্ড		
	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান		
	জাতীয় উন্নতিতে অবদান		
১৩.	রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্বিক মান সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না		
	সর্বমোটঃ		

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:
নাম:

১২. মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:
নাম :
পদবী :

১৩. উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর | সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর | উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর | জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

* টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

২। পদকের ক্ষেত্রঃ মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/প্রতিষ্ঠান/এনজিও/সমিতির নাম:
খ) খামারের নাম (যদি থাকে) ও অবস্থান:
গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: নিজ মালিকানা/বর্গাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ : যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি			মন্তব্য
১)	ক) খামারের মোট আয়তন .... হেক্টর খ) পোনা উৎপাদন পুকুরের সংখ্যা.............. টি গ) পোনা উৎপাদন পুকুরের আয়তন ....হেক্টর					
২)	পোনা উৎপাদনের ক্ষমতা (সংখ্যা/কেজি)					
৩)	রেণু সংগ্রহের উৎস: ক) প্রাকৃতিক পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে খ) কৃত্রিম পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে					
৪)	মূল্যায়ন বর্ষে পোনা উৎপাদন		প্রজাতি	সংখ্যা (লক্ষ)	গড় আকার	
	ক) কার্প জাতীয় খ) ক্যাটফিস গ) অন্যান্য পোনা ঘ) পোনা উৎপাদন (প্রতি হেক্টর) (সংখ্যা/কেজি) ঙ) .... চ)					
	মোট উৎপাদন	ক) দেশি				
		খ) বিদেশি				
৫)	মূল্যায়ন বর্ষে পোনা বিক্রয়		প্রজাতি	সংখ্যা	আকার	
	ক) কার্প জাতীয় খ) ক্যাটফিস গ) অন্যান্য পোনা ঘ) বিক্রয়/সরবরাহকৃত মোট পোনা ঙ) .... চ)					
	মোট বিপণন	ক) দেশি				
		খ) বিদেশি				
৬)	পোনার উৎপাদন ব্যয়	প্রতি কেজি (টাকা)				
		প্রতি হাজার (টাকা)				
	পোনার গড় বিক্রয়মূল্য	প্রতি হাজার (টাকা)				
		প্রতি কেজি (টাকা)				
৭)	মূল্যায়ন বর্ষে আয় ও ব্যয় (লক্ষ টাকা): ক) মোট আয়: খ) মোট ব্যয়: গ) নিট লাভ:					
৮)	মোট বিনিয়োগ/মূলধন (লক্ষ টাকা): ক. নিজস্ব তহবিল (লক্ষ টাকা): খ. ব্যাংক ঋণ (লক্ষ টাকা):					
৯)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় উৎপাদন ক) কার্প জাতীয় খ) ক্যাটফিস গ) অন্যান্য পোনা ঘ) গড় পোনা উৎপাদন (প্রতি হেক্টর) (সংখ্যা/কেজি) ঙ) .... চ)		প্রজাতি	সংখ্যা	আকার	
	মোট গড় উৎপাদন	ক) দেশি				
		খ) বিদেশি				

পরিশিষ্ট-ক

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি			মন্তব্য
১০)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় পোনা বিক্রয়ের তথ্যাদি ক) কার্প জাতীয় খ) ক্যাট ফিস গ) অন্যান্য পোনা ঘ) বিক্রয়/সরবরাহকৃত মোট গড় পোনা ঙ) .... চ)	প্রজাতি	সংখ্যা	আকার	
১১)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি: ক) মোট গড় আয় খ) মোট গড় ব্যয় গ) মোট গড় লাভ				
১২)	লোকবল ক) মৎস্য বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত .... জন খ) মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত .... জন গ) দক্ষ শ্রমিক .... জন ঘ) অদক্ষ শ্রমিক .... জন				
১৩)	সম্প্রসারণ কর্মকান্ড ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান খ) জাতীয় উন্নয়নে অবদান				
১৪)	পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার				

১১.তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসংগে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২.মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

১৩. উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর — সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর — উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর	জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:
	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর: (৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

৩। পদকের ক্ষেত্রঃ মৎস্য উৎপাদন (মাছ/ সিবাস/ মিল্ক ফিশ/ অপ্রচলিত মৎস্য/ মেরিকালচার)।

১. ক) খামার মালিক/প্রতিষ্ঠান/এনজিও/সমিতির নাম:
খ) খামারের নাম (যদি থাকে) ও অবস্থান:
গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: নিজ মালিকানা/বর্গাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ ক) খামারের মোট আয়তন ....(হেক্টর) খ) জলাশয়ের সংখ্যা .... টি গ) জলাশয়ের জলায়তন ....(হেক্টর) ঘ) চাষ পদ্ধতি.................................		
২)	মোট বিনিয়োগ/মূলধন (লক্ষ টাকা): ক. নিজস্ব তহবিল (লক্ষ টাকা): খ. ব্যাংক ঋণ (লক্ষ টাকা):		
৩)	পোনা সংগ্রহের উৎস: চাষী পোনা সংগ্রহ বিষয়ে নিচোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন। ক) প্রাকৃতিক পরিমাণ (সংখ্যা) ও জলাশয়ের নাম খ) মৎস্য নার্সারি-পরিমান (সংখ্যা) ও মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা:		
৪)	মূল্যায়ন বর্ষে: ক) সর্বমোট উৎপাদন (মে. টন) (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন উল্লেখ করতে হবে) খ) নিট লাভ ....(লক্ষ টাকা)		
৫)	হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন		
৬)	সর্বমোট ক) ব্যয় .... (লক্ষ টাকা) খ) আয় ....(লক্ষ টাকা) গ) নিট লাভ ....(লক্ষ টাকা)		
৭)	হেক্টর প্রতি ক) ব্যয় .... (লক্ষ টাকা) খ) আয় ....(লক্ষ টাকা) গ) নিট লাভ ....(লক্ষ টাকা)		
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যদি: ক) মোট গড় উৎপাদন (মে. টন) খ) গড় লাভ .... (লক্ষ টাকা)		
৯)	লোকবল ক) মৎস্য বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত .... জন খ) মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত .... জন গ) দক্ষ শ্রমিক .... জন ঘ) অদক্ষ শ্রমিক .... জন		
১০)	সম্প্রসারণ কর্মকান্ড ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান খ) জাতীয় উন্নয়নে অবদান		
১১)	পরিবেশ সহায়ক ব্যবস্থাদি		
	সর্বমোটঃ		

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসংগে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২. মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী :

১৩. উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর   সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর   উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর   জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

৪। পদকের ক্ষেত্রঃ গুণগতমানের চিংড়ির পি.এল (গলদা/বাগদা) / কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন।

১. ক) খামার মালিক/প্রতিষ্ঠান/এনজিও/সমিতির নাম:
   খ) খামারের নাম (যদি থাকে) ও অবস্থান:
   গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
   জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি: নিজ মালিকানা/বর্গাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	হ্যাচারি অবকাঠামোর বিবরণ ক) হ্যাচারির আয়তন .... খ) ব্রুড ট্যাংকের সংখ্যা ও পানি ধারণ ক্ষমতা		
২)	ক) ব্রুডের উৎস খ) ব্রুডের সংখ্যা গ) ব্রুডের ওজন		
৩)	ক) লার্ভা/ক্র্যাবলেট রিয়ারিং ট্যাংকের সংখ্যা খ) লার্ভা/ক্র্যাবলেট রিয়ারিং ট্যাংকের পানি ধারণ ক্ষমতা (টন) গ) ব্রুড মজুদ ট্যাংকের সংখ্যা ও আয়তন (হে.)		
৪)	গলদা মাদার/কাঁকড়া হ্যাচারিতে মজুদের পূর্বে ভাইরাস মুক্তকরণ অবস্থা		
৫)	বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার		
৬)	ক) হ্যাচারির পিএল/ক্র্যাবলেট উৎপাদন ক্ষমতা .... (লক্ষ)/বৎসর খ) হ্যাচারির পিএল/ক্র্যাবলেট উৎপাদন ক্ষমতা .... (লক্ষ)/চক্র		
৭)	মূল্যায়ন বর্ষে: ক) পিএল/ক্র্যাবলেট উৎপাদন ....(লক্ষ) খ) পিএল/ক্র্যাবলেট বিপণন ....(লক্ষ)		
৮)	মোট বিনিয়োগ/মূলধন (লক্ষ টাকা): ক. নিজস্ব তহবিল (লক্ষ টাকা): খ. ব্যাংক ঋণ (লক্ষ টাকা):		
৯)	মূল্যায়ন বর্ষে: ক) ব্যয় (টাকা) .... (লক্ষ টাকা) খ) আয় (টাকা) .... (লক্ষ টাকা) গ) নিট লাভ (টাকা) .... (লক্ষ টাকা)		
১০)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি: ক) গড় পিএল/ক্র্যাবলেট উৎপাদন.............................(লক্ষ) খ) গড় পিএল/ক্র্যাবলেট বিপণন..............................(লক্ষ)		
১১)	বিগত ৩ (তিন) বছরের বিনিয়োগের তথ্যাদি: ক) মোট গড় বিনিয়োগ... খ) বিনিয়োগের উৎস..		
১২)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি: ক) গড় ব্যয় (টাকা)...(লক্ষ টাকা) খ) গড় আয় (টাকা)...(লক্ষ টাকা) গ) গড় লাভ (টাকা)...(লক্ষ টাকা)		
১৩)	(ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্ম দিবস) (খ) সার্বক্ষণিক জনবল (সংখ্যা) (গ) খন্ডকালীন জনবল (সংখ্যা)		

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসংগে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২. মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

১৩. উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর | সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর | উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর | জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

৫। পদকের ক্ষেত্রঃ চিংড়ি (গলদা/বাগদা) / কাঁকড়া উৎপাদন।

১. ক) খামার মালিক/প্রতিষ্ঠান/এনজিও/সমিতির নাম:
খ) খামারের নাম (যদি থাকে):
গ) প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি: নিজ মালিকানা/বর্গাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১.	খামারের বিবরণ: ক) খামারের আয়তন .... (হেক্টর) খ) পুকুরের মোট জলায়তন .... হেক্টর গ) পুকুরের সংখ্যা .... টি		
২.	মোট বিনিয়োগ/মূলধন (লক্ষ টাকা): ক. নিজস্ব তহবিল (লক্ষ টাকা): খ. ব্যাংক ঋণ (লক্ষ টাকা):		
৩.	বার্ষিক মোট উৎপাদন .... (মে.টন)		
৪.	প্রতি হেক্টরে উৎপাদন .... (মে.টন)		
৫.	মূল্যায়ন বর্ষে: ক) উৎপাদন ব্যয় (পরিচালনা ব্যয়সহ)............................ (লক্ষ টাকা) খ) আয় (টাকা) .... (লক্ষ টাকা) গ) নিট লাভ .... (লক্ষ টাকা)		
৬.	প্রতি হেক্টরে ক) ব্যয় .... (লক্ষ টাকা) খ) আয়...............................(লক্ষ টাকা) গ) নিট লাভ ....(লক্ষ টাকা)		
৭.	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি: ক) গড় উৎপাদন ব্যয়.....................(লক্ষ টাকা) খ) গড় আয় ....(লক্ষ টাকা) গ) গড় লাভ................................(লক্ষ টাকা)		
৮.	ক) খামারের সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবল............................. (কর্মদিবস) খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান: .... (কর্মদিবস)		
৯.	পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা:		
১০.	চিংড়ি পি.এল./কাঁকড়া ক্র্যাবলেট এর উৎস:		
১১.	খামারের পানি শোধন ব্যবস্থাপনা		

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসংগে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২. মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

১৩. উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্তপ্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর　　সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর　　উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর　　জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

৬. পদকের ক্ষেত্রঃ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি এবং মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ।

১. ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

খ) প্রতিষ্ঠার সাল:

২. ক) স্বত্বাধিকারীর পিতা/স্বামীর নাম:

খ) মাতার নাম :

গ) ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

ঘ) বয়স:

ঙ) পেশা:

৩. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: নিজ মালিকানা/বর্গাদার

৪. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৫. ইতোপূর্বে মৎস্য সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৬. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা: খ) হিমাগারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা ....(মে. টন):		
২)	মোট বিনিয়োগ/মূলধন (লক্ষ টাকা): ক. নিজস্ব তহবিল (লক্ষ টাকা): খ. ব্যাংক ঋণ (লক্ষ টাকা):		
৩)	নির্ধারিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমান (উৎপাদন) ক) মাছ .... (মে. টন) খ) চিংড়ি .... (মে. টন) গ) ট্রাস ফিস .... (মে. টন) ঘ) অন্যান্য .... (মে. টন)		
৪)	ক) রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক মান সম্পর্কে আপত্তি আছে কিনা ? খ) মূল্যায়ন বর্ষে মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রত্যাখাত মোট লটের সংখ্যা গ) মূল্যায়ন বর্ষে RASFF নোটিফিকেশনভূক্ত কনসাইনমেন্ট/ বিদেশে প্রত্যাখ্যাত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা ঘ) এফআরসিপি নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি না?		
৫)	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বর্ষে ক) পরিচালনা ব্যয় (উৎপাদন ব্যয়) .... (লক্ষ টাকা) খ) মোট আয় .... (লক্ষ টাকা) গ) নিট লাভ .... (লক্ষ টাকা)		
৬)	অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান ক) মূল্যায়ন বর্ষে রপ্তানি .... (মে. টন) খ) হিমাগারে মজুদ .... (মে. টন)		
৭)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি: ক) গড় পরিচালনা ব্যয়..........................(লক্ষ টাকা) খ) গড় আয়.....................................(লক্ষ টাকা) গ) গড় লাভ.....................................(লক্ষ টাকা)		
৮)	প্রতিষ্ঠানের জনবলঃ ক) সার্বক্ষণিক .... (জন) খ) খন্ডকালীন .... (জন) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান:		
৯)	ক) HACCP ম্যানুয়েল অনুমোদিত HACCP Plan আছে কি না ও তা অনুসরণ খ) নিজস্ব ল্যাবরেটরি গ) ল্যাবরেটরি দক্ষ জনবল ঘ) ল্যাবরেটরিতে কোন নন-কমপ্লায়েন্স শনাক্ত হয়েছে কি না ঙ) GMP অনুসরণ		
১০)	ক) জাতীয় উন্নয়নে অবদান ....(ইউএস ডলার) (বৈদেশিক মুদ্রা আয়) খ) উপকরণ সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ (Traceability)		

১১)	আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত কি না মূল্যায়ন।		

৭. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

৮. মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

৯. উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১০ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর | সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর | উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

১১ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর | জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

৭। পদকের ক্ষেত্রঃ মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ সমবায় সমিতি/ গণমাধ্যম/ মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/ সমগ্র কর্মজীবনের অবদান/ প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গবেষক/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা)

১। মনোনীত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ সমবায় সমিতির/ গণমাধ্যম/ মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠন/ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান/ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নাম:

২। পিতা/স্বামীর নাম:

৩। মাতার নাম:

৪। ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫। বয়স:

৬। পেশা:

৭। কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

৮। মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯। ইতোপূর্বে সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০। মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক) ব্যবস্থাপনায় অবদান বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক-

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১।	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম	
২।	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	
৩।	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	
৪।	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	
৫।	মন্তব্য	

খ) প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক-

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১।	উৎপাদনমূলক		
২।	পরিবেশের উপর প্রভাব		
৩।	প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা		
৪।	প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনা		
৫।	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান		
৬।	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অবদানের সুযোগ		
৭।	প্রযুক্তি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা		
৮।	জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা		

১১। তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২। মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

১৩.উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর　　　　সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর　　　　উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর　　　　জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইত্যায়িত ছবি

৮। পদকের ক্ষেত্রঃ মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অবদান

১। মনোনীত ব্যক্তির নাম:

২। পিতা/স্বামীর নাম:

৩। মাতার নাম:

৪। ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫। ইমেইল:

৬। বয়স:

৭। কর্মরত দপ্তরের নাম ও ঠিকানা:

৮। মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

৯। ইতোপূর্বে সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০। মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১।	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম	
২।	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	
৩।	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	
৪।	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	
৫।	মন্তব্য	

১১। তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসংগে সংযোজন করা হলো।
প্রস্তাবিত ব্যক্তির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২। মনোনয়ন দানকারী কর্মকর্তার

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

* টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইত্যায়িত ছবি

৯। পদকের ক্ষেত্রঃ প্রান্তিক চাষি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদান

১। মনোনীত ব্যক্তির নাম:
২। পিতা/স্বামীর নাম:
৩। মাতার নাম:
৪। ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:
৫। বয়স:
৬। পেশা:
৭। চাষির প্রকৃতি:
৮। মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):
৯। ইতোপূর্বে সপ্তাহ/পক্ষ পুরস্কার/পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১০। মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক) ব্যবস্থাপনায় অবদান বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক-

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১।	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	
৪।	অবদান সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	
৫।	মন্তব্য	

১১। তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতির প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

১২। মনোনয়ন দানকারীর/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবী :

১৩.উপজেলা কমিটির দুইজন সদস্যের তদন্তপ্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ (ক). উপজেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর উপজেলা চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এর স্বাক্ষর

(খ). উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৫ (ক). জেলা কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ). জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

*** টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।**